সঙ্কেতভাষার ব্যাকরণ

গুলশান আরা*

Sign language is a widely used system of interactions among the members of deaf and dumb communities. It is a conventionalized and rule governed communication system like natural languages of the world. There are regional variations in the use of sign languages (i.e. ASL, BSL etc.) and some features of universalities also can be found in sign languages throughout the world. This paper aims at introducing the salient features of grammatical structures of sign languages along with finger spelling and lip reading. Chirology in sign language grammar is parallel to the study of phonology in the grammar of natural languages. Morphological and syntactical descriptions are also available in the grammar of sign languages like natural languages. This paper will also help to understand this newly introduced subject matter of sign language in Bangla and it will create interest in future research in this field.

সঙ্কেত বা ইশারা ভাষা হচ্ছে মূলত মূক ও বধির সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার একটি পদ্ধতি। ভাষাটি সম্পর্কে প্রাচীন ও অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি বিশ্বাস এই যে, এটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের একটি মাধ্যম। সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ভাষা সম্পর্কে আরও একটি প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে, ভাষাটি একগুচ্ছ অঙ্গভঙ্গি মাত্র। তবে আধুনিককালে এ ধারণা পাল্টে গেছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, এ ভাষা কেবল অঙ্গভঙ্গির সমষ্টি নয় বরং পৃথিবীর অন্য যে কোন ভাষার মতই সুসংগঠিত ও ব্যাকরণের সূত্র শাসিত একটি ভাষা। আবার অঙ্গভঙ্গি নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায়, এগুলো সর্বজননীন কোন বিষয় নয় বরং ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি নানারকম প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, সঙ্কেতভাষায় অঙ্গভঙ্গির বহুল ব্যবহারই এ দু'টোকে এক হিসেবে ভাবতে সহায়তা করেছে। মানব সমপ্রদায়ের সদস্যদের পরস্পরের সাথে যোগাযোগের জন্য দু'রকম প্রক্রিয়া রয়েছে। যেমন, ১) বাচনিক (Verbal) এবং ২) অবাচনিক (Nonverbal)। সঙ্কেতভাষা এবং অঙ্গভঙ্গি দু'টোই অবাচনিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গভঙ্গি ভাষার সহগামী শারীরিক কিছু নড়াচড়া ও মৌখিক অভিব্যক্তি, যা ভাষার অর্থকে সুস্পষ্টতা দান করে। অপরদিকে, সঙ্কেতভাষা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ভাষা।

সঙ্কেতভাষার ঐতিহাসিকতা ও বিশ্বজনীনতা

সঙ্কেতভাষার গবেষণা মূলত ১৮শতক থেকে শুরু হয়েছে। এর বিস্তৃতি ব্যাপক হলেও এর প্রতি আগ্রহের মূল কারণ বধির শিক্ষা (Deaf education)। তবে সঙ্কেতভাষার চর্চার ইতিহাস বেশ প্রাচীন। বিভিন্ন প্রমাণাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খুব প্রাচীনকালেও সঙ্কেতভাষার ব্যবহার ছিল।

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনুমানিক ২০০০ বছর পূর্বে প্রাচীনতম ইহুদী আইন মিসনাহ (misnah)-তে বধির লোকদের জন্যে সঙ্কেতভাষার বৈধতা ছিল। প্লেটো রচিত ক্রাটিলুস নামক গ্রন্থে মূক ও বধির ব্যক্তিদের শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের তাৎপর্যপূর্ণ নড়াচড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। রেনেসঁস পরবর্তী সময়ে ইঙ্গিত ও সঙ্কেতভাষাকে বিশ্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়। ১৬৪৪ সালে ইংরেজ গবেষক John Bulwer মূক ও বধিরদের ভাষা পর্যবেক্ষণ করে সঙ্কেতভাষাকে একটি সর্বজনীন ভাষা হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এর প্রমাণ হিসেবে একই অর্থজ্ঞাপক প্রায় শ' খানেক হাত ও আঙুলের সঙ্কেতের কথা উল্লেখ করেন। আবার ১৬২০ সালে স্পেনের Juan Pablo Bonet অঙ্গভঙ্গিকে প্রাকৃতিক ভাষা হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি একটি হস্ত-বর্ণমালাও (manual alphabet) তৈরী করেন। তবে এর বহু আগে সপ্তম শতকে একজন বেনেডিক্টাইন ভিক্ষু Bede ল্যাটিন ভাষার বর্ণগুলোকে আঙুলের সাহায্যে উপস্থাপনের প্রস্তাব করেন। সপ্তদশ শতকে স্পেনে সর্ব প্রথম বধির শিশুদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে হস্ত-বর্ণমালা শেখানোর সূচনা হয়।

সঙ্কেতভাষার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেন ১৮শতকে ফরাসি শিক্ষাবিদ Abbe' de l'Epe'e। ১৭৭৫ সালে তিনি প্যারিসের একটি বধির স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্যে সঙ্কেতভাষা তৈরী করেন। তিনি স্থানীয় ফরাসি বধির ব্যক্তিদের ব্যবহৃত সঙ্কেতভাষা কিছুটা পরিবর্তন করে এবং কিছু স্প্যানিশ হস্ত-বর্ণমালা ব্যবহার করে এই সঙ্কেতভাষা তৈরী করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদেরা তাঁর এই সঙ্কেতভাষা দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে, রাশিয়া, আয়ারল্যান্ড, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ে। Thomas Gallaudet এবং Laurent Clerc একযোগে আমেরিকায় প্রচলিত কিছু সঙ্কেতের সাথে নতুন কিছু সঙ্কেত যুক্ত করে আমেরিকান সঙ্কেতভাষা তৈরী করেন।

অতীতে ধারণা করা হতো যে, অঙ্গভঙ্গি বিশ্বজনীন একটি বিষয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অঙ্গভঙ্গি পৃথিবীর যেকোন ভাষাতেই একই অর্থ বহন করে থাকে। যেহেতু সঙ্কেতভাষা ও অঙ্গভঙ্গি উভয়ই তৈরী হয়ে থাকে শরীরের নড়াচড়ার মাধ্যমে, সে কারণেই এ দু'টোকে অনেক সময় অভিন্ন ভাবার প্রবণতা দেখা যায় এবং সঙ্কেতভাষাকেও ঐ একই কারণে বিশ্বজনীন ভাষা বলে মনে করা হতো । কিন্তু গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে শনাক্ত করা গেছে যে, শরীরের অঙ্গভঙ্গি কোন সর্বজনীন বিষয় নয়।[১] তবে বিভিন্ন সময়ে সঙ্কেতভাষাকে বিশ্বভাষা করার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে এর বিশ্বজনীনতার কথা বিবেচনা করে। মূক ও বধির ব্যক্তির শিক্ষার জন্য উপযোগী সঙ্কেতভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্বব্যাপী একে পরিচিত করে তোলার কৃতিত্ব Abbe´ de l'Epe´e -কে দেওয়া যেতে পারে। তিনি সঙ্কেতভাষাকে একটি বিশ্বজনীন ভাষা হিসেবেও বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, 'On a souvent de´sire´ une langue universelle, avec le secours de laquelle les hommes de toutes les nations pourraient s'entendre les uns les autres. Il me semble qu'il y a longtemps qu'elle existe, et qu'elle est entendue partout. Cela n'est pas e´tonnant: c'est une langue naturelle. Je parle de la langue des signes.'[২]

অর্থাৎ, "একটি বিশ্বজনীন ভাষার ক্ষেত্রে মানুষ আশা করে যে, এর সাহায্যে যেন বিভিন্ন জাতির মানুষ পরস্পরকে বুঝতে পারে। আমার কাছে মনে হয়েছে যে, দীর্ঘদিন ধরে এমনই একটি ভাষার অস্তিত্ব

রয়েছে, যা সবাই বুঝতে সক্ষম। এটা মোটেও বিস্ময়কর নয় যে, ভাষাটি একটি প্রাকৃতিক ভাষা। আমি সঙ্কেতভাষার কথা বলছি।"

সঙ্কেতভাষাকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি বিশ্বজনীন ভাষা হিসেবে বিবেচনা করেন Sir Richard Paget, বিশেষত, যে সময়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা 'একবিশ্ব, একভাষা' নীতিতে বিশ্বাস করেন এবং কৃত্রিম মৌখিক ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করে পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন কৃত্রিমভাষা তৈরি করতে শুরু করেন। তিনি মনে করেন যে, সঙ্কেতভাষাকে বিশ্বজনীন ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হলে এর দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর মানুষ এমন কি বধির ব্যক্তিরাও পারস্পরিক যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে। তিনি সঙ্কেতভাষা সম্পর্কে বলেন, ' might be taught ... to all children ... if this were done in all countries ... there would be a very simple international language by which the different races of mankind, including the deaf, might understand one another.' [৩]

প্রকৃতপক্ষে, সঙ্কেতভাষা বিশ্বজনীন কোন ভাষা নয়। একটি সঙ্কেতভাষাভাষীর কাছে অন্য সঙ্কেতভাষা অবোধ্য (unintelligible) হবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে, পৃথিবীর সব মানুষের মধ্যে একটি ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের কথা চিন্তা করে যেমন কৃত্রিমভাবে তৈরি করা হয়েছে Esperanto, তেমনি বিশ্বের সব বধির ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগের জন্য রয়েছে Gestuno, যা মূক ও বধিরদের সংগঠন 'World Federation of the Deaf'- এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সাধারণত ব্যবহার করা হয় । তবে Gestuno-এর ব্যবহার Esperanto -এর মতই সীমিত।

সঙ্কেতভাষার ব্যাকরণ

যেকোন প্রাকৃতিক ভাষার মতই সঙ্কেতভাষাও সূত্রশাসিত। এর রয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক এবং ব্যাকরণিক কাঠামো। এ ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থতাত্ত্বিক সংগঠন বিশ্লেষণযোগ্য। প্রাকৃতিক ভাষার মতই বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যেমন-নতুন শব্দ গঠন, শব্দ-ঋণ, পরিবর্তন, যৌগিকীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়া সঙ্কেতভাষায় দেখা যায়। এসব ছাড়াও সঙ্কেতভাষার আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অঙ্গুলীয় বানান (finger spelling) ও ঔষ্ঠ্যপঠন (lip reading)।

অঙ্গুলীয় বানান হচ্ছে বর্ণকে বা লিখিত ভাষাকে হাতের আঙ্গুলের দ্বারা উপস্থাপন করা। এ পদ্ধতি আয়ত্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এর দ্বারা অসংখ্য সঙ্কেত তৈরি করা সম্ভব। তবে, এটি বেশ ধীরগতি সম্পন্ন একটি প্রক্রিয়া, এর দ্বারা মিনিটে মাত্র ৬০টির মত শব্দ তৈরি করা সম্ভব।[৪] অঙ্গুলীয় বানান কোনভাবেই মুখের ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে না। এতে, লিখিত ভাষার প্রতিটি বর্ণকে হস্ত-বর্ণমালা (manual alphabet) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তবে, লিখিত ভাষার সব নিয়ম-কানুন যেমন, দু'টো শব্দের মধ্যে ফাঁকা স্থান, বিরতি চিহ্ন, বড় হাতের/ছোট হাতের বর্ণ ইত্যাদি মেনে চলা হয় না। সঙ্কেতভাষা ব্যবহারকারীরা মূলত এ পদ্ধতি বিশেষ্য শ্রেণীর শব্দ, সঙ্কেত বদল ও অন্য ভাষার শব্দ বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে। হস্ত-বর্ণমালা দু'রকমের হতে পারে, এক-হস্ত এবং দ্বি-হস্ত। এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, লিপিবিহীন ভাষায় কোন হস্ত-বর্ণমালা থাকে না। হস্ত-বর্ণমালা শব্দ-ঋণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৌখিক ভাষায় যেমন এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে আত্তীকৃত হয়, তেমনি সঙ্কেতভাষার ক্ষেত্রেও এটি ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে জীবিত ভাষার মতই

অধিনস্থ ভাষা আধিপত্য বিস্তারকারী ভাষার শব্দ গ্রহণ করে। ইংরেজি অনেক শব্দই ব্রিটিশ সঙ্কেত ভাষায় গৃহীত হয়েছে। আবার, এক সঙ্কেতভাষা থেকে অন্য সঙ্কেতভাষায়ও শব্দ-ঋণ হয়ে থাকে। BSL (British Sign Language)-এ অনেক শব্দ ASL (American Sing Language) থেকে এসেছে। যেমন, RESEARCH, LANGUAGE, COMMUNICATION ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে দ্বিভাষিক ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মৌখিক ভাষার যেকোন শব্দ সঙ্কেতভাষায় ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে সঙ্কেতভাষায় শব্দটির আত্তীকরণ ঘটতে পারে । তবে অঙ্গুলীয় বানান একটি শব্দকে তাৎক্ষণিকভাবে বোঝানোর জন্যে কার্যকরী উপায় হলেও একে স্থায়ী রূপ দেওয়া হয় শব্দটির একটি সঙ্কেত তৈরীর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সাধারণত সঙ্কেত তৈরীর সময় বানানের কিছু অংশ সম্পূর্ণ শব্দের সংঙ্কেত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। লিখিত ইংরেজিতে বড় হাতের বর্ণমালা দ্বারা সঙ্কেত এবং ডট যুক্ত ছোট হাতের বর্ণমালা দ্বারা অঙ্গুলীয় বানান বোঝানো হয়। যেমন, DO এবং (d.o.)।[৫]

ঔষ্ঠ্যপঠনকে (lip reading) speech reading-ও বলা হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে ঠোঁট, মুখ ও জিহ্বার নড়াচড়া দেখে এবং প্রসঙ্গ থেকে মৌখিক ভাষার অর্থ অনুধাবন করা সহজসাধ্য হয়ে থাকে। এমন কি স্বাভাবিক শ্রবণক্ষম ব্যক্তিও প্রাত্যহিক জীবনে অসচেতনভাবে ঔষ্ঠ্য পঠনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। দূর থেকে কোন শ্রোতা যখন বক্তার কথা শুনে অর্থ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে না, তখন সে ঔষ্ঠ্যপঠনের সাহায্যে, মোটামুটিভাবে সঠিক অর্থ বুঝতে সক্ষম হয়। মানব ভাষার প্রত্যেকটি phoneme -এর জন্য নির্দিষ্ট মুখভঙ্গি বা অভিব্যক্তি (facial expression) ও বাক্ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া হয়ে থাকে, একে বলা হয় viseme। তবে phoneme – viseme এর প্রতিসাম্য ১:১ নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একগুচ্ছ phoneme -এর জন্যে রয়েছে একটি viseme। তাসত্ত্বেও কথোপকথন যখন সরাসরি হয়ে থাকে, তখন ভুল শোনার পৌনঃপুনিকতা টেলিফোনে বাক্যালাপের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। যদি কেবল viseme এর মাধ্যমে ভাষা অনুধাবন করা হয়, তবে তখনই ব্যবহৃত হয় lip reading বা ঔষ্ঠ্য পঠন। ঔষ্ঠ্যপঠনের ক্ষেত্রে পাঠককে সহায়তা করে কিছু সূত্র (cue), যা সে কথার প্রসঙ্গ এবং ভাষা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থেকে পেয়ে থাকে।

সঙ্কেতভাষার বাক্যতত্ত্ব

সঙ্কেতভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত জটিল ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এ ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও ব্যাকরণিক সূত্রাবলীর সাথে মৌখিক ভাষার ব্যাকরণের অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইংরেজি ভাষার বাক্যিক নিয়ম SOV (subject-object-verb)। কিন্তু আমেরিকার মৌখিক ভাষা ইংরেজি হলেও ASL- এর বাক্যিক সূত্র topic comment-নির্ভর, যা অনেকটা জাপানি ভাষার মত।[৬] এটি মূলত প্রথাগত ব্যকরণের উদ্দেশ্য-বিধেয় (subject-object) বাক্যিক সংগঠন । এছাড়া ASL-এ TIME-TOPIC-COMMENT বাক্যিক সংগঠন- নির্ভর বাক্য দেখা যায়। যেমন, WEEK-PAST ME WASH CAR। সঙ্কেতভাষার বাক্যতত্ত্বে হাতের বিভিন্ন সঙ্কেত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ non-manual feature-গুলো। মৌখিক ভাষার অবিভাজ্য-ধ্বনিমূল (supra-segmental phoneme)-এর চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসব বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যগুলো মুখমণ্ডলে অবস্থিত দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে, ১) মুখ-গহ্বর, যার মধ্যে আছে ঠোঁট,

জিহ্বা, মাঢ়ী, চিবুক ও শ্বাসনালী এবং ২) চোখ ও এর দৃষ্টি, চোখের পাতা, ভ্রূ এবং মাথার সঞ্চালন। ASL-এর বাক্যে কোন ধরনের 'Be verb' ব্যবহার করা হয় না। তবে, গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, `Be verb' একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় না, বরং এটি non-manual রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন, ইংরেজি `He is my brother'-বাক্যটিকে সঙ্কেতায়ন করা হবে `HE MY BROTHER', সেইসাথে মাথাকে সামনের দিকে একটু নোয়াতে হবে। যেকোন সঙ্কেত তৈরির দুর্বলতার কারণে বাক্যের গঠন অশুদ্ধ হতে পারে বা বাক্য দুর্বল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এমনকি বাক্যটি অর্থহীনও হয়ে যেতে পারে। সঙ্কেতভাষার বাক্যের শব্দক্রম সব সময় সরলরৈখিক নয়। কারণ, সঙ্কেতভাষার উচ্চারক হাত দু'টো একই সময়ে ক্রিয়াশীল হতে পারে। তাই একযোগে একটি বিশেষ্য শব্দ ও তার বিশেষণ উচ্চারিত হতে পারে। যেমন,

উচ্চারক	**সংকেত**	**বাক্য**
বাঁ হাত	ছেলে	
ডান হাত	ছোট	ছোট ছেলে।

একটি হাত দ্বারাও বাক্যের modifer ব্যবহার করা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে বাক্যিক সংগঠন হবে,

মূল সঙ্কেত+বিশেষক, কিংবা
বিশেষক+ মূল সঙ্কেত

বাক্যের প্রকার

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষার বিবৃতিমূলক বাক্য, আদেশ-নির্দেশমূলক বাক্য ও প্রশ্নবোধক বাক্যকে শব্দক্রম, বিশেষ কোন প্রশ্নবোধক শব্দের ব্যবহার কিংবা বক্তার স্বরভঙ্গি (Intonation) দ্বারা শনাক্ত করা যায়। অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণিক তথ্যাবলী বাক্যস্থিত শব্দই কেবল বহন করে না, বরং স্বরভঙ্গি থেকে অধিকাংশ তথ্য পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি, সঙ্কেতভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, বাক্যের ব্যকরণিক পরিচয় বহন করে কিছু non-manual feature। বিবৃতিমূলক বাক্যে কোন non-manual feature ক্রিয়াশীল থাকেনা। প্রশ্নবোধক বাক্য দু'রকমের হতে পারে। যেমন, 'হ্যাঁ-না প্রশ্ন' এবং 'কি প্রশ্ন' । হ্যাঁ-না প্রশ্নের উত্তর হয়ে থাকে হ্যাঁ-বোধক অথবা না-বোধক। এ ধরনের প্রশ্ন বাক্যে সঙ্কেতের সাথে কিছু মৌখিক অভিব্যক্তি যুক্ত থাকে। যেমন, কপালের দিকে উঠানো ভ্রূ, মাথা বা শরীরের সামনের দিকে ঈষৎ কাত হওয়া (forward tilt) বা কাঁধদুটো একটু উপরে উঠে যাওয়া। 'কি প্রশ্ন' বাক্যে 'কি প্রশ্নবোধক শব্দ' যেমন, WHO, WHAT, WHEN, WHERE, HOW ইত্যাদি যুক্ত থাকে। এসব বাক্যের জন্যও রয়েছে একসেট বৈশিষ্ট্য। যেমন, ভ্রূ কুঞ্চিত করা, বারংবার মাথা কাত করা, শরীরটাকে সামনে ঝুঁকিয়ে রাখা এবং কাঁধ উপরে তোলা। আদেশমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্যের ক্রিয়াবাচক শব্দের উপর জোর দেওয়া হয় এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দিকে সরাসরি তাকানো হয়। ক্রিয়াবাচক শব্দে জোর দেওয়া হয় দুটি উপায়ে। যেমন, ১) স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত এবং স্পষ্টভাবে, ২) স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী সময়ে এবং সতর্কতার সাথে সঙ্কেতটি তৈরী করার মাধ্যমে। হ্যাঁ-না প্রশ্নে মুখ্য ভূমিকা পালন করে প্রশ্নকর্তার মুখের অভিব্যক্তি (facial expression) এবং এর সাথে থাকে

কিছু হাতের ভঙ্গি। যেমন, বক্তার দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে রাখা, শেষ সঙ্কেতটিকে দীর্ঘায়িত করা, হাত দু'টো তালুর উপরের দিকে রেখে মেলে ধরা। এক্ষেত্রে মুখের ভঙ্গিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, চোখের ভ্রূ দু'টো একটু নীচে এবং কাছাকাছি অবস্থান করে ও কাঁধ দু'টো সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। প্রশ্নবোধক বাক্য পুরোটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৌখিক ভঙ্গিটি অপরিবর্তিত থাকে।

সঙ্কেতভাষার রূপতত্ত্ব

সঙ্কেতভাষা নিয়ে গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা লক্ষ্য করেন যে, এ ভাষার রূপতত্ত্ব অত্যন্ত জটিল এবং এর সংগঠনটি যুগপৎভাবে (simultaneous) হয়ে থাকে। তবে পরবর্তী সময়ে গবেষকেরা দেখেছেন অনেক সঙ্কেতভাষার রূপতাত্ত্বিক সংগঠন সরলরৈখিক (sequential)।[৭] প্রাকৃতিক যে কোন ভাষার মতই সঙ্কেতভাষায় রয়েছে শব্দ তৈরির নির্দিষ্ট নিয়ম। শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে যেমন শব্দের বিভিন্ন উপাদান অর্থহীন থাকে তেমনি সঙ্কেতভাষার ক্ষেত্রেও শব্দই ন্যূনতম সার্থ ও স্বাধীন একক। সঙ্কেতভাষাতে মুক্ত ও বদ্ধ -এ দু'ধরনের রূপমূল পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক ভাষার মতই বদ্ধ রূপমূল যুক্ত হয়ে এবং রূপমূলের অভ্যন্তরীণ সংগঠন পরিবর্তিত হয়ে দু'ভাবেই নতুন শব্দ গঠিত হতে পারে।

ব্রিটিশ সঙ্কেত ভাষায় (BSL) সময় বুঝানো হয় ক্রিয়াবিশেষণের modification দ্বারা; যেমন, YESTERDAY I COOK. সঙ্কেতভাষায় দু'ভাবে কাল বোঝানো হয়ে থাকে, ক্রিয়া বিশেষণের দ্বারা যেমন, YESTERDAY, TOMORROW, RECENTLY ইত্যাদি। এছাড়া FINISH, BEFORE, FUTURE, PAST, CONTINUE -এসব সঙ্কেত ব্যবহার করে কালের ধারণা প্রকাশ করা হয়। সঙ্কেতভাষায় 'সময় রেখা' (Time line) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রেখা, যা সঙ্কেতকের (Signer) মাথার পিছন দিক থেকে এসে কানের উপর দিয়ে অতিক্রম করে ঠোঁট ও চিবুকের মধ্যবর্তী অংশ দিয়ে বের হয়ে সামনের দিকে প্রসারিত কাল্পনিক একটি রেখা।

চিত্র: সময় রেখা

শব্দের বিভিন্ন গুণ বোঝানোর জন্য যেমন বিশেষণ (VERY, SMALL ইত্যাদি) শব্দের ব্যবহার হয় তেমনি মুখের নানা ভঙ্গি থেকেও তা বোঝা যেতে পারে। মুখভঙ্গিগুলো হতে পারে, ±effort, ±tense mouth, ±head rigid, ±brows lowered।

সঙ্কেতভাষায় বিভিন্নভাবে বিশেষ্যের বহুবচনত্ব বোঝানো হয়ে থাকে, প্রথমত হাতের নড়াচড়ার পুনরাবৃত্তি, দ্বিতীয়ত হাতের বিন্যাসের পুনরাবৃত্তি এবং তৃতীয়ত সংখ্যাসূচক শব্দযোগে। একটি সঙ্কেতের নির্দিষ্ট যে

নড়াচড়া, তার পুনরাবৃত্তি বহুবচনত্ব নির্দেশ করে। তবে, এক্ষেত্রে হাত কতটা দ্রুত নড়ছে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পুনরাবৃত্তির কারণে সঙ্কেত তৈরির স্থান কিছুটা সরেও যেতে পারে। এক হাতে যে সঙ্কেত তৈরী হয় তা যদি একই সাথে দু'হাতে করা হয়, তাহলে ঐ নির্দিষ্ট সঙ্কেতটির বহুবচন বোঝায়। বহুবচনত্ব নির্দেশের সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত প্রক্রিয়া হচ্ছে পরিমাণ বা সংখ্যাজ্ঞাপক শব্দ যুক্ত করা। এছাড়া কিছু কিছু সঙ্কেত আছে, যা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে MANY, FIVE, TEN ইত্যাদি পরিমাণ ও সংখ্যাবাচক শব্দ যুক্ত করে বহুবচন করা হয়।

যৌগিক সঙ্কেতে দু'টো সঙ্কেত একত্রিত হয়ে যৌগিক সংগঠন তৈরি করে। তবে এসব সংগঠনে দুই-এর অধিক রূপমূল থাকে না। যেমন, BSL – এ FATHER/MOTHER (parents)। এক্ষেত্রে দু'টো Sign একের পর এক খুব দ্রুত করা হয় বলে movement, location ও configuration কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে।

সঙ্কেতভাষার ধ্বনিতত্ত্ব:

শব্দকে যেমন ভেঙ্গে এর ক্ষুদ্রতর উপাদান ধ্বনি পাওয়া যায়, তেমনি একটি সঙ্কেতকেও বিভাজন করা সম্ভব। সঙ্কেতভাষায় Chirology শব্দটিকে Phonology-এর সমান্তরাল অর্থজ্ঞাপক মনে করা হয় এবং এর একককে বলা হয় Chireme। সঙ্কেতভাষা বিশেষজ্ঞ Stokoe আমেরিকান সঙ্কেত ভাষার Chireme -এর তিনটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেন,[৮] ১)Tabula, সংক্ষেপে Tab: সঙ্কেতটি শরীরের যে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তৈরী হয় অর্থাৎ location বা অবস্থান, ২) Designator (সংক্ষেপে Dez): হাতের বিন্যাস, নির্দিষ্ট একটি সঙ্কেত তৈরীর সময় হাতটি যে বিশেষভাবে বিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ Configuration এবং ৩) Signation (সংক্ষেপে Sig): সঙ্কেত তৈরিতে ক্রিয়াশীল হাতের যে নড়াচড়া অর্থাৎ Movement, তবে ব্রিটিশ সঙ্কেতভাষায় চতুর্থ মাপকাঠি Orientation (সংক্ষেপে Ori)-এর প্রতিও গুরুত্ব দেয়া হয় যা দিয়ে বোঝায় দেহের সাপেক্ষে হাতের তালুর অবস্থান। স্বতস্ফূর্তভাবে Dez, Tab এবং Sig-এর সমন্বয়ে তৈরী হয় একটি সঙ্কেত। এ উপাদানগুলোর যে কোন একটির পরিবর্তন হলেই সঙ্কেতের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। মুখের ভাষার সাথে সঙ্কেতভাষার অনেক পার্থক্য রয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই যে, মুখের ভাষা একটি auditory-vocal system, অপরদিকে সঙ্কেতভাষা হচ্ছে visual-manual system।[৯] প্রথমটিতে ভাষা উৎপাদিত হয় বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে এবং গৃহীত হয় কান দ্বারা, অপরদিকে সঙ্কেতভাষা তৈরি হয় মূলত হাতের মাধ্যমে এবং এর গ্রাহক চোখ। সঙ্কেত ভাষার উচ্চারক (Articulator) হিসেবে ডান ও বাম হাত ছাড়াও আমরা পাই মুখমণ্ডলসহ শরীরের উর্ধ্বাংশ। সঙ্কেত তৈরিতে দুটো হাতই ব্যবহৃত হতে পারে, তবে ক্রিয়াশীল হাত হিসেবে ডান হাতই থাকে, আবার ব্যক্তিভেদে বাম হাতও ক্রিয়াশীল হতে পারে, ঠিক যেরকমটি হয়ে থাকে লেখার সময় বাঁহাতি (left-handed) ব্যক্তির ক্ষেত্রে। বিভিন্ন ধরনের ভাষায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনি (Vowel, Consonant) থাকে, তেমনি সঙ্কেতভাষা ভেদেও থাকতে পারে বিভিন্ন হাতের বিন্যাস [আমেরিকান সঙ্কেতভাষায় ১৯টি এবং ব্রিটিশ সঙ্কেতভাষায় রয়েছে ২৩টি পৃথক হাতের বিন্যাস]। বিভিন্ন সঙ্কেতভাষা বিশেষজ্ঞ সঙ্কেতভাষার জন্য বিভিন্ন হাতের বিন্যাস (Configuration)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। আমেরিকান সঙ্কেতভাষার জন্য

Batison (1978) ৪৫টি হাতের বিন্যাস, ২৮টি অবস্থান এবং ১২টি নড়াচড়া (Movement)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। অপর দিকে Klima ৪০টি হাতের বিন্যাস, ১২টি অবস্থান এবং ১২টি নড়াচড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সঙ্কেতভাষার আদি সংগঠন বর্ণনাকারী Stokoe ১৯টি বিন্যাস, ১২টি অবস্থান এবং ২৪টি নড়াচড়ার কথা বলেছেন।[১০] মুখের ভাষার ধ্বনি বিশ্লেষণের জন্য স্বতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য যেভাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তেমনি সঙ্কেতভাষা বিচারের জন্যও কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, হাতের বিন্যাসের ক্ষেত্রে ±Compact, ±Spread, ±Concave দ্বারা যথাক্রমে হাতের প্রসারিত বা অপ্রসারিত আঙ্গুল, ছড়ানো বা সংযুক্ত আঙ্গুল এবং আঙ্গুলের সোজা বা বাঁকানো অবস্থা নির্দেশ করে। এর যে কোন একটির পরিবর্তনের ফলে সঙ্কেতের অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। সঙ্কেত তৈরিতে হাত ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ হাতের বিন্যাসটি শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করতে পারে। যেমন, ভ্রূ, বুক, কাঁধ প্রভৃতি। তবে শরীরের বিভিন্ন অংশের তুলনায় মুখমণ্ডলে অধিক সংখ্যক Location থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, কথা বলার সময় সঙ্কেতভাষা ব্যবহারকারীরা হাতের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না, স্বাভাবিক বাচনিক প্রক্রিয়ায় যেভাবে ঘটে, অর্থাৎ eye contact (চোখের সংযোগ) এক্ষেত্রে সমান তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং, সঙ্কেত তৈরির Location ফোকাস বিন্দুর যতটা কাছাকছি থাকবে, ততই দেখতে সুবিধা হবে।

সঙ্কেতভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত বিস্তৃত এবং জটিল । স্বল্প পরিসরে এর প্রাথমিক পরিচয় লাভ করা গেলেও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। এছাড়া, এর অভ্যন্তরীন শৃঙ্খলা আবিষ্কার ব্যাপক গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে আশার কথা, বর্তমানে সঙ্কেতভাষার প্রতি গবেষকদের আগ্রহ নিছক বধির শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে ভাষাবৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. Asher, R. E. Simpson, JMY (edited): *Encyclopedia of Language and Linguistics*, vol- 7, Pergamon press, England, 1994, p-3890
২. Ibid, p-3892
৩. Ibid, p-3890
৪. Crystal, David (1987): *The Cambridge Encyclopedia of Language*, C.U.P., New York, p-225
৫. Kyle, J. G. and Woll, B. (1985): *Sign Language: The Study of Deaf People and Their Language,* C.U.P., p-124
৬. Ibid, p-155
৭. Aronoff, Mark; Meir, I. and Sandler, Wendy (2005): 'The Paradox of Sign Language Morphology,' In *Language*, vol.-81, no.-2, p-303, 2005
৮. Kyle, J. G. and Woll, B. (1985): Ibid, p-89
৯. Klima, Edward and Bellugi, Ursula (1979): *The Signsof Language,* C.U.P. p-1
১০. Kyle, J. G. and Woll, B. (1985): Ibid, p-89